প্রতীক্ষা

লেখকঃ তপন অধিকারী
পরিচিতিঃ তপন অধিকারী – পেশায় ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার। শখ লেখালেখি। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সাথে যুক্ত। হাওড়ার বাসিন্দা।

আমার দিন শেষের ব্যাকুলতা
যেন এসে মেশে
নবমীর দিন শেষে।
দশমীর জন্মলগনে
ঢাক বেজে ওঠে বিদায়ী সুর তুলে।
আবার রাত হয়
পূজামণ্ডপ খালি করে।
একা মাটির প্রদীপ
তার শিখার প্রাণস্পন্দনে
থেকে থেকে বলে ওঠে –
আমি একাই সামলাচ্ছি
প্রাণহীন এই নৈঃশব্দ!

আমি ভাবি –
এতই যদি তা প্রাণহীন
তবে কেন এত ভাবায়
মনখারাপের ভাবনা দিয়ে ?

শিখা বলে –
তোরা পারবি না ,
তাই তোদের ভাষায়
তোদের রীতিতেই তোরা থাক
কোলাকুলি প্রণাম প্রীতি শুভেচ্ছা
আর মিষ্টিমুখের শুভবিজয়া নিয়ে;
আমার প্রতীক্ষা আবার আগমনীর।

শেষ

শুরু আর শেষের মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিকতা আছে,
শুরুর সঙ্গেই তার জন্মশুরুর অজান্তে। ,
শুরু বাড়তে থাকে -
শৈশব পার হয়ে বাল্য ছাড়িয়ে
কৈশোরোত্তর যৌবনে তার পদার্পণ ঘটে।
অনেক কান্না কলহাস্য মাতামাতি দাপাদাপি পার হয়ে
ক্লান্ত যৌবন বার্ধক্যের শৈশবে মিশে হারিয়ে যায়,
তীরে এসে সাগরের মত।
তারপর...
তারপর একদিন হঠাৎ অনুভূত হয় শেষের হানাদারি -
তখন কোন এক অমাবস্যার রাতে
বার্ধক্যের ন্যুব্জতায় নির্বিকল্প সমাধিস্থ মন
অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ;
তখন চাঁদ নেই- নেই কোন জ্যোৎস্নার পুলক ,
শুধু অসংখ্য অজস্র তারার দীপ
নীল স্নিগ্ধতা আর শব্দহীন বিদায়ী সুরে
মনকে শান্ত সঙ্গদান করে।